যুগান্তর

MAY 2 1 200

তারিখ ... ...
পৃষ্ঠা ... ৪ ... কলাম ... ২ ......

স্কুল বটে

মাইজচরা সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়টি যে নোয়াখালী সদর উপজেলায়ই অবস্থিত। দূরের কোন উপজেলায় নয়। স্কুলটির জন্য শিক্ষক রহিয়াছেন চারজন। তবে তাঁহাদের কাহাকেও স্কুলে যাইতে এবং শিক্ষকতা করিতে দেখা যায় না। গত এক বৎসর ধরিয়াই এই অবস্থা চলিতেছে। স্থানীয় সংসদ সদস্য চার মাস আগে ঐ স্কুলে গিয়াও কোন শিক্ষকের সাক্ষাৎ পান নাই। কয়েকদিন পূর্বে স্কুলটি পরিদর্শনে গিয়াও তাহার একই অভিজ্ঞতা হইয়াছে। পত্রিকান্তরে প্রকাশিত এক খবরে বলা হইয়াছে, ঐ স্কুলের শিক্ষকরা যে মোটেও স্কুলে যান না এই কথা ঠিক নয়। তাঁহাদের মর্জির উপর স্কুলে যাওয়া না যাওয়া নির্ভর করে। তবে স্কুলে গেলেও তাহারা ক্লাস গ্রহণের দায়িত্ব পালন করেন না। অবশ্য মাসান্তে তাঁহারা ঠিকই বেতন পান। চার মাস পূর্বে স্থানীয় সংসদ সদস্য স্কুলটির শিক্ষকদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা লইবার জন্য প্রাথমিক শিক্ষা অফিসারকে নির্দেশ দিয়াছিলেন। সেই নির্দেশও পালন করা হয় নাই। এখন তিনি ঐ শিক্ষা অফিসারের বিরুদ্ধেই ব্যবস্থা লইবার আশ্বাস দিয়াছেন। এইখানে উল্লেখ করা প্রয়োজন যে, স্কুলটির শিক্ষকরা তাঁহাদের দায়িত্বের প্রতি বিন্দুমাত্র তোয়াক্কা না করিলেও সুমন নামক স্থানীয় একজন শিক্ষিত যুবক স্বতঃপ্রণোদিত হইয়া শিক্ষকতার দায়িত্ব পালন করিতেছেন। ইহার জন্য তিনি কোন টাকা-পয়সাও গ্রহণ করেন না। আমরা তাঁহাকে আন্তরিক কৃতজ্ঞতা জানাই। তবে মূল সমস্যাটি কবে দূর হইবে অথবা আদৌ দূর হইবে কিনা অর্থাৎ ঐ স্কুলটির শিক্ষকরা নিয়মিত স্কুলে গিয়া ছাত্রছাত্রীদের পড়াশোনা করাইবার দায়িত্ব পালন করিবেন কিনা আমাদের মনে এই প্রশ্নটি দেখা দিয়াছে। এই সমস্যা কেবলমাত্র মাইজচরা প্রাথমিক স্কুলের মধ্যেই সীমাবদ্ধ নয়। গোটা দেশ জুড়িয়াই প্রাথমিক বিদ্যালয় হইতে শুরু করিয়া বিশ্ববিদ্যালয় স্তর পর্যন্ত এই অবস্থা বিরাজমান। অবশ্য সমস্যাটি গ্রামাঞ্চলের সরকারি প্রাথমিক, মাধ্যমিক স্কুল ও কলেজেই বেশি। শিক্ষকরা প্রায়ই স্কুল-কলেজে যান না। গেলেও ক্লাস নেন না। দায়িত্ব সম্পর্কে তাঁহাদের ঔদাসীন্য অপরিসীম। একে তো দেশে যে সংখ্যক প্রাথমিক বিদ্যালয় রহিয়াছে প্রয়োজনের তুলনায় সেইগুলির সংখ্যা কম। তবে অনেক স্থানে সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় রহিয়াছে। শিক্ষকদের অনুপস্থিতি ও পাঠদান হইতে বিরত থাকিবার ঘটনা ঐ সকল স্কুলেই বেশি। কেননা, ঐ সকল স্কুলের শিক্ষকরা জানেন যে, তাঁহারা স্কুলে যান আর নাই যান, ক্লাস নেন আর নাই নেন মাসান্তে বেতন নিশ্চিত। অবশ্য তাঁহাদিগকে জেলা প্রাথমিক শিক্ষা অফিসের খাঁই মিটাইতে হয়। প্রাথমিক বিদ্যালয়ই শিক্ষা ব্যবস্থার ভিত্তি। সেইখানেই যদি পড়াশোনা না হয়, শিক্ষকরা যদি তাঁহাদের দায়িত্ব পালন না করেন তাহা হইলে ছাত্রদের পরবর্তী শিক্ষা ও কর্মজীবনে দুর্বলতা থাকিয়াই যাইবে। সুতরাং প্রাথমিক শিক্ষার উপর জোর দেওয়া অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ অথচ সেই গুরুত্বটিই অবহেলিত হইতেছে। আমরা পাবলিক পরীক্ষায় নকলের জন্য ছাত্রদেরই দায়ী করি। কিন্তু শিক্ষকরা যদি ছাত্রদের প্রতি দায়িত্ব পালন না করেন, যদি তাঁহাদের যথাযথ পাঠদানে অবহেলা করেন তাহা হইলে ছাত্রদের তো নকলের প্রতি আকর্ষণ সৃষ্টি হইবেই- কারণ তাঁহাদের পাস করিতে হইবে।

এই অবস্থার পরিবর্তন আবশ্যক। আমরা মাইজচরা সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের সকল শিক্ষক এবং সংশ্লিষ্ট জেলা শিক্ষা অফিসারদের বিরুদ্ধে অবিলম্বে ব্যবস্থা গ্রহণের দাবি জানাইতেছি। অন্যান্য যে সকল স্কুলের শিক্ষকরা তাঁহাদের দায়িত্ব পালন করেন না তাঁহাদেরও সন্ধান করিতে হইবে এবং তাঁহাদের বিরুদ্ধেও ব্যবস্থা লইতে হইবে।